Vol. 38 | No. 2 | 1995

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

প্রবাসী আরব কবি ঈলিয়া আবূমাদী

Volume	38
Issue	2
Year	1995
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহাম্মদ ফজলুর রহমান
Published online	February 1, 1995
DOI	10.62328/sp.v38i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v38i2.4
Pages	63-71
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
৩৮ বর্ষ : সংখ্যা ২

Check for updates

প্রবাসী আরব কবি ঈলিয়া আবূ মাদী

মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

লেবাননে জন্মগ্রহণকারী আরবি কবি ঈলিয়া আবূ মাদী (১৮৮৯ - ১৯৫৭) মূলত কাব্যচর্চা করেছেন নিউ ইয়র্কে। সাংবাদিকতার পাশাপাশি এই প্রবাসীকবি পাঁচটি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। স্বদেশপ্রেম ও মানব-মানবীর প্রেম-বিরহ তাঁর কবিতার মূল উপজীব্য। আব্বাসীয় যুগের আরবি কাব্য-ঐতিহ্যের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার মিশ্রণে গড়ে উঠেছে তাঁর বিষয় ও শিল্পরূপ।

সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মাতৃভূমির বাইরে বসবাসকারী যেসব প্রতিভাবান আরব কবি প্রবাস-জীবনের কর্মব্যস্ততার মাঝেও সৌখিন কাব্যচর্চা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন, আলোচ্য কবি ঈলিয়া আবূ মাদীর স্থান তাঁদের শীর্ষে। প্রবাসী (মাহজার) কবি হলেও তিনি প্রথম শ্রেনীর আরবি কবিদের আসরে নিজের আসন করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমেরিকা প্রবাসী আবূ মাদী কাব্যচর্চার পাশাপাশি সাংবাদিকতাও করেছেন। একই সাথে কাব্যচর্চা ও সাংবাদিকতার পেশা তাঁকে প্রতিভা বিকাশের এক অনন্য সুযোগ এনে দিয়েছিল। কাব্যিক রীতিতে লিখিত ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন সম্পাদকীয় ও অন্যান্য নিবন্ধে আবূ মাদীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা প্রকাশিত হয়েছে। প্রবাসী আরব সাহিত্যিকদের একটি সংগঠনেরও তিনি নেতৃত্ব দেন। শৈশব থেকে কবিতার প্রতি প্রবল ঝোঁক থাকলেও আমেরিকায় প্রবাস-জীবনেই আবূ মাদীর কাব্য-প্রতিভার সত্যিকার বিকাশ ঘটে।

ঈলিয়া আবূ মাদী ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে লেবাননের মুহায়দিসা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন [ইসলামী বিশ্বকোষ ১৯৮৬ : ১২৮]। এ গ্রামেই তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয় এবং এখানেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তবে অল্প বয়সেই জীবিকার অন্বেষণে তাঁকে স্কুল ছাড়তে হয়। এগার বছর বয়সে মাতৃভূমি ছেড়ে আলেকজান্দ্রিয়া চলে যান। সেখানে মামার সঙ্গে চুরুটের ব্যবসায়ে নিয়োজিত হন [ইসলামী বিশ্বকোষ ১৯৮৬ : ১২৮]। মিশরের প্রখ্যাত পর্যটন ও শিক্ষা-কেন্দ্র এই আলেকজান্দ্রিয়ায় তিনি একাধারে বার বছর অবস্থানের সুযোগ পান। এই সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগিয়ে বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী আবূ মাদী অবসর সময়ে আরবি সাহিত্য অধ্যয়ন ও কাব্যচর্চা অব্যাহত রাখেন। এ সময়ে তিনি বিপুল পরিমাণ প্রাচীন ও আধুনিক কবিতা অধ্যয়ন করেন। আলেকজান্দ্রিয়াতেই ১৯১১ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *তাযকারুল-মাদী* প্রকাশিত হয় [ইসমত মাহদী ১৯৮৩ : ১৬২]।

১৯১১ সালেই ভাগ্যোন্নয়নের আশায় আবূ মাদী আলেকজান্দ্রিয়া থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান এবং সিনসিনটি (Cincinnati) শহরে অবস্থানরত তাঁর ব্যবসায়ী-সহোদর মুরাদের সঙ্গে বসবাস করতে থাকেন। সিনসিনটিতে কয়েক বছর অবস্থানকালেও তাঁর কাব্যচর্চা অব্যাহত থাকে। অসাধারণ মেধার পরিচয় পেয়ে মুরাদ তাঁকে এ সুযোগ দিয়েছিলেন [ইসমত মাহদী ১৯৮৩ : ১৬২]। আমেরিকার ভিনদেশী পরিবেশে কিছুদিন কাটাবার পর আবূ মাদী স্বদেশের জন্য প্রবল আকুলতা অনুভব করেন। এক পর্যায়ে তিনি বেশ কিছু স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতা রচনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে জীবন ও তার রহস্য সম্পর্কেও গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন এবং আপন রচনায় এর প্রতিফলন ঘটাতে থাকেন। ফলে তাঁর

কবিতায় দার্শনিক ভাবধারার বৈশিষ্ট্যও সংযোজিত হয় [ইসমত মাহদী ১৯৮৩ : ১৬২]।

১৯১৬ সালে আবূ মাদী সিনসিনটি থেকে নিউইয়র্ক চলে যান। সেখানে তিনি আর-রাবিতাতুল কালামিয়্যা (Pen Association) নামক আরব সাহিত্য সংগঠনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন এবং ক্রমে প্রবাসী আরব সাহিত্য আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়ে "মাহজার" কবিতার প্রধান স্তম্ভে পরিণত হন [ইসমত মাহদী ১৯৮৩ : ১৬২]। এ সময়ে নিউইয়র্কে তাঁর প্রধান কাব্য-সংগ্রহ *দীওয়ান ঈলিয়া আবূ মাদী* প্রকাশিত হয়। এই সংগ্রহে তার ইতিপূর্বে প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থ *তায্‌কারুল-মাদী* এর কবিতাগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে রচিত আরব জাতীয়তাবাদী ভাবধারার আরো কিছু কবিতা সংযোজিত হয়।

নিউইয়র্ক অবস্থানকালে আবূ মাদী সাংবাদিকতায় যোগ দেন এবং বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র সম্পাদনায় অংশ নেন। এসব পত্রিকার মধ্যে *আল-মাজাল্লাতুল-আরাবিয়্যা* ও *আল-ফাতাত* উল্লেখযোগ্য। এখানে তিনি *মিরআতুল-গারব* (পাশ্চাত্য দর্পণ) পত্রিকার পরিচালক নাজীব দিয়াবের কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯১৮-২৯ তিনি এই পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন [ইসলামী বিশ্বকোষ ১৯৮৬ : ১২৮]। ১৯২৯ সালে *আস-সামীর* নামে নিজেই একটি পাক্ষিক পত্রিকা বের করেন। এটি ১৯৩৬ সালে দৈনিকে রূপান্তরিত হয় এবং উত্তর আমেরিকার অন্যতম শীর্ষস্থানীয় মাহজার সংবাদপত্রে পরিণত হয়। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এর পরিচালনায় নিয়োজিত ছিলেন [ইসমত মাহদী ১৯৮৩ : ১৬২]। ১৯৪৯ সালে আবূ মাদী বৈরুতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্‌কো [ইসমত মাহদী ১৯৮৩ : ১৬৩] মাহজার (প্রবাসী আরব) সাংবাদিকদের প্রতিনিধিত্ব করেন। তখন থেকে সারা আরব জাহানে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে [ইসমত মাহদী ১৯৮৩ : ১৬৩]। তিনি ১৯৫৭ সালের ২৩শে নভেম্বর নিউইয়র্কে ইন্তেকাল করেন।

ঈলিয়া আবূ মাদীর সমগ্র কবিতা পাঁচটি কাব্য-গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে তিনটি প্রকাশিত হয় যুক্তরাষ্ট্রে। সর্বশেষ কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় বৈরুতে তাঁর মৃত্যুর পরে। গ্রন্থগুলো হচ্ছে :

১. *তায্‌কারুল-মাদী* (অতীতের স্মৃতি), আলেকজান্দ্রিয়া ১৯১১;

২. *দীওয়ান ঈলিয়া আবূ মাদী* (ঈলিয়া আবূ মাদীর দীওয়ান বা কাব্য-সংগ্রহ), নিউইয়র্ক ১৯১৯;

৩. *আল-জাদাবিল* (তটিনীসমূহ), নিউইয়র্ক ১৯২৫, নাজাফ ১৯৩৭-৩৯ (তিনবার পুনর্মুদ্রণ);

৪. *আল-খামা'ইল* (তৃণভূমি), নিউইয়র্ক ১৯৪০, বৈরুত ১৯৪৮;

৫. *তিব্‌র ওয়া তুরাব* (স্বর্ণরেণু ও মৃত্তিকা), বৈরুত ১৯৬০।

এসব কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসী আরব সাহিত্যিক মহলে ও গোটা আরব বিশ্বে ঈলিয়া আবূ মাদীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

আবূ মাদী হ্রস্বমাত্রার কবিতা লিখতে পছন্দ করেন। তিনি চতুষ্পদী কবিতাও লিখেছেন। আবার প্রাচীন ও চিরায়ত ছন্দও ব্যবহার করেছেন। ঊনআশি শ্লোকের "আশ-শা'ইর ওয়াস-সুলতানুল-জা'ইর" শীর্ষক দীর্ঘ বর্ণনামূলক কবিতায় কয়েক প্রকার ছন্দ ব্যবহার করেছেন এবং মাঝেমধ্যে অন্ত্যমিলও পরিবর্তন করেছেন [ইসলামী বিশ্বকোষ ১৯৮৬ : ১২৯]।

অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ হয়েও তিনি কবিতার সরল কাঠামো থেকে কখনো সরে যান নি। তাঁর কবিতার ভাষা ও ভাব অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। তবে কোনো কাল্পনিক বক্তব্য ফুটিয়ে তোলার স্বার্থে তিনি প্রায়ই রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন [ইসমত মাহদী ১৯৮৩ : ১৬৩]। আলেকজান্দ্রিয়ায় থাকাকালে ব্যাকরণ ও ছন্দশাস্ত্রে অর্জিত ব্যুৎপত্তি পরবর্তীকালে তাঁকে পরিপক্ক কাব্য রচনায় অনেকখানি সহায়তা করেছে। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘদিন বসবাসের ফলে পাশ্চাত্যের উন্নত আধুনিক সাহিত্য-রীতির সাথেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল।

আব্বাসী যুগের প্রতিনিধিত্বশীল কবি আবূ নুওয়াস (১৪৫/৭৬২-১৯৮/৮১৩) ও আবুল-'আলা আল-মা'আররী (৩৬৩/৯৭৩-৪৪৯/১০৫৭)-এর কবিতা থেকে তিনি কাব্যরচনায় দিক-নির্দেশনা লাভ করেন [ইসমত মাহদী ১৯৮৩ : ১৬৩]। একদিকে আবুল -'আলার সংশয়বাদ এবং অন্যদিকে আবূ নুওয়াসের নৈরাশ্যবাদ থেকে আশাবাদে উত্তরণের রীতি আবূ মাদীকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল [ইসমত মাহদী : ১৬৩]। তিনি ওমর খৈয়্যামের দর্শনেও বিশ্বাসী ছিলেন। তাই জীবন ও তার আনন্দ উপভোগের ডাক দিয়েছেন [ইসমত মাহদী ১৯৮৩ : ১৬৪]। অর্থাৎ আবূ মাদীর কবিতায় একদিকে যেমন নৈরাশ্যবাদ ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি তার পাশাপাশি প্রকৃতি ও জীবন সম্পর্কে দারুণ আগ্রহ ও আশাবাদ ফুটে উঠেছে। আবূ মাদীর কবিতায় রেনেসাঁ যুগের মিশরীয় কবি মাহমূদ সামী আলবারূদী (১৮৪০-১৯০৪) ও আহমদ শাওকী (১৮৬৮-১৯৩২)-এর প্রভাবও পরিলক্ষিত হয় [ইসমত মাহদী ১৯৮৩ : ১৬৭]।

প্রতিটি স্তবকের শেষে "লাস্‌তু আদরী" অর্থাৎ "আমি জানি না" ধুয়াবিশিষ্ট একাত্তরটি চতুষ্পদী স্তবকে রচিত একটি দীর্ঘ গীতি-কবিতায় জীবন ও সৃষ্টি সম্বন্ধে কবি তাঁর কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা ও অজ্ঞাবাদী চিন্তাধারা ব্যক্ত করেছেন। এর সূচনা এইরূপ [ইসমত মাহদী ১৯৮৩ : ১৬৭] :

جئت لا أعلم مـــن أين ولكننـــي أتيت
ولقد أبصرت قدامي طريـقا فـمشيـت
وسأ بقي ماشيا إن شئت هذا أم أتيت
كيف جئت كيف أبصرت طريقي
-لست أدري

আমি তো এসেছি, তবে কোথা থেকে জানিনা,
সমুখে পেয়েছি পথ, চলিলাম তাতে;
চলিতে থাকিব আমি যদি চাই, কিংবা এসেছি যখন।
এলাম কেমনে, কেমনে পেলাম পথ,
— আমি জানি না।

أجـديد أم قديم أنا فـــى هذا الوجود
هل أنا حر طليق أم أسير فـى القيود
هل أنا قائد نفسى فى الحياة أم مقود
أتـمـنـــى أننـي أدرى ولـكـــن
-لست أدري

এ জগতে আমি নতুন, নাকি পুরাতন অতি ?
আমি কি হেথায় মুক্ত, নাকি জিন্দানে বন্দী ?
জীবনে কি নিজেরে চালাই নিজে, নাকি চালিত আমি ?
আমিতো জানিতে চাই সব, কিন্তু হায়
— আমি জানি না !

পক্ষান্তরে "আল-হায়াত ওয়াল-হুব্ব" (জীবন ও প্রেম) শীর্ষক কবিতার এই চরণ ক'টিতে প্রেম, প্রকৃতি ও জীবন সম্পর্কে তাঁর গভীর আগ্রহ প্রতিভাত হয়েছে ইসমত মাহদী ১৯৮৩ : ১৬৪] :

يريد الحب أن نضحك فلنضحك مع الفجر
وأن نركض فلنركض مع الجدول والنهر
وأن نهتف فلنهتف مع البلبل والقمري
فمن يعلم بعد اليوم ما يحدث أو يجري

প্রেম চায় মোরা হাসি,
এসো তাই হাসি মোরা প্রভাতের ন্যায়।
প্রেম চায় মোরা দৌড়ঝাঁপ দেই,
এসো তটিনীর ন্যায় লাফাইয়া চলি তাই।
প্রেম চায় মোরা গান গাই,
এসো গাই বুলবুল কপোতের মত।
আজকের পর কে জানে
কি হবে, কি আছে ললাটে কার!

تعالي قبل ما تسكت في الروض الشحارير
ويذوي الحور والصفصاف والنرجس والآس
تعالي قبل ما تطمر أحلامي الأعاصير
فنستيقظ لا فجر ولا خمر ولا كأس

এসো ! থেমে যাবে বাগে পাখিদের রব,
তরুলতা ফুল হারাবে তাদের শোভা,
আসিয়া প্রলয় ঝড় মুছে দেবে স্বপ্ন আমার,
জাগিয়া দেখিব, নেই ভোর,
শরাব কিংবা পেয়ালাও তার নেই,
আগে তার কাছে এসো প্রিয়তমে।

জীবন সায়াহ্নেও সকল দুঃখ, ক্লেশ ভুলে গিয়ে মুখমণ্ডলে যৌবনের হর্ষ ধরে রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন প্রেমিকাকে [ইসমত মাহদী ১৯৮৩ : ১৬৬] :

مات النهار ابن الصباح فلا تقولي كيف مات
إن التأمل في الحياة يزيد أوجاع الحياة
فدعي الكآبة والأسى واسترجعي مسرح الفتاة
قد كان وجهك في الضحى مثل الضحى متهللا
فيه البشاشة والبهاء
ليكن كذلك في المساء

মরিল দিবস প্রভাত-তনয়,
বলোনা, কেমন করে ?
জীবন লইয়া যতই ভাবিবে
জীবনের ক্লেশ ততই বাড়িবে,
দুঃখ কষ্ট ঝেড়ে ফেল তাই,
চারণক্ষেত্র আন ফের তরুণীর।
সকালবেলায় মুখখানি তব
উজ্জ্বল ছিল সকালের মত,
হাসি আনন্দে ভরা ছিল তাহা,
সন্ধ্যাকালেও থাকুক তেমনি।

সনাতন "কামিল" ছন্দে[১] রচিত "আদ-দাম'আতুল-খারসা" (নির্বাক অশ্রু) শীর্ষক আরেকটি কবিতায় মানব-মানবীর প্রেম, বিরহ ও পুনর্মিলনের আকুতি বিধৃত হয়েছে [মুস্তফা বাদাবী ১৯৬৫ : ১১৯-২১]। মৃত্যুপথযাত্রী অসুস্থ প্রেমিকা তার শয্যাপাশে উপবিষ্ট অসহায় প্রেমিককে লক্ষ্য করে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করে :

أكذا نموت وتنقضي أحلامنا + في لحظة و إلى التراب نصير
وتموج ديدان الثرى في أكبد + كانت تموج بها المنى وتمور

এমনি করেই মরে যাব মোরা ?
আর নিমিষেই শেষ হয়ে যাবে স্বপ্ন সব ?
তারপর চলে যাব মাটির ঠিকানায় ?
মাটির কীটেরা ঢেউ কি তুলিবে
আমাদের সেই হৃদপিণ্ডে
যেখানে মোদের আশা-আকাঙ্ক্ষা
তরঙ্গ তোলে, পাশ বদলায় ?

আর বুদ্ধিমান প্রেমিক তার প্রেমিকার মনে মৃত্যুর পর তাদের পুনর্মিলনের মায়াবী স্বপ্ন ছড়িয়ে দেয় :

فاذا طوتنا الأرض عن أزهارها + وخلا الدجى منا وفيه بدور
فسترجعين خميلة معطـــارة + أنا في ذراها بلبل مسحور
يشدو لها ويطير في جنباتها + فتهش إذ يشدو حين يطير

ঢেকে দেবে মাটি আমাদেরে যবে
আড়ালে রাখিয়া ফুলেরে তার,
আঁধারের মাঝে চাঁদ থাকিলেও
ঢাকিবে মোদেরে কেবলি আঁধার;
তুমি তারপর অচিরেই হবে
সৌরভে ভরা এক তৃণভূমি,
তোমার টিলায় থাকিব দেখিও
মন্ত্রমুগ্ধ বুলবুল আমি।
তৃণভূমি তরে বুলবুল গান
গাহিবে উড়িয়া তাহারি আকাশে,
পুলকিত হবে তৃণভূমি, যবে
গাহিবে বুলবুল উড়িবে বাতাসে।[২]

টীকা

১. প্রতিটি শ্লোক ছয়টি সাত বর্ণবিশিষ্ট পদ দ্বারা গঠিত।
২. প্রবন্ধে উদ্ধৃত সকল কবিতাংশের বঙ্গানুবাদ প্রবন্ধকারকৃত।

গ্রন্থপঞ্জি

ইসমত মাহদী　*Moderu Arabic Literature.* হায়দ্রাবাদ।
১৯৮৩

মুস্তফা বাদাবী　*মুখতারাত মিনাশ-শি'রিল-আরাবী আল-হাদীস।* বৈরুত।
১৯৬৯

১৯৮৬　*ইসলামী বিশ্বকোষ.* দ্বিতীয় খণ্ড। ঢাকা।